মাসিক

D‡`¨v³v K_v

নভেম্বর ২০১৯

Zi“Y D‡`¨v³v †mvnvM

কক্সবাজারে উপকূলীয় মৎস্যজীবিদের দারিদ্রতা বিমোচনে কোস্ট ট্রাস্টের উদ্যোগ

কাঁকড়া চাষ প্রকল্প

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহযোগীতায় আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ইফাদ এর অর্থায়নে Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) Project এর আতওতায় কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প টি কোস্ট ট্রাস্ট বাস্তবায়ন করছে। জেলার সদর, টেকনাফ, চকরিয়া ও উখিয়া উপজেলার ৭৫০০ জন কাঁকড়া চাষী প্রকল্পের আওতাভুক্ত। ৩৩ মাস মেয়াদী প্রকল্পটি মার্চ ২০১৮ সাল হতে শুরু করে ডিসেম্বর ২০২০ মাস পর্যন্ত চলবে। প্রকল্পটির লক্ষ হলো:

- উন্নত পদ্ধতিতে কাঁকড়ার চাষ ও মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে কাঁকড়ার উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- আধুনিক পদ্বতি অনুসরনের মাধ্যমে চাষীদের পরিবেশ বান্ধব কার্কঁড়া চাষ ও মোটাতাজাকরনে অভ্যস্থকরন ও বাজার সংযোগ জোরদারকণ।
- কাকঁড়া চাষে পানির গুনাগুন পর্যবেক্ষণের প্রযুক্তিগত সহায়তা ও মানসম্মত উপকরণ সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ হ্রাস ও উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ।
- কাঁকড়া চাষীদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের জনবল প্রধান ইন্টারভেনশন সমুহ:

- কাঁকড়া হাচারী স্থাপন।
- মা কাঁকড়ার খামার স্থাপন।
- সমস্যা সমাধানে ইস্যু ভিত্তিক সভা।
- ক্রস ভিজিট
- চাষীদের নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ।
- সার্ভিস প্রোভাইডর প্রশিক্ষণ।
- কাঁকড়া চাষীদের আধুনিক কলাকৌশল ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
- ফড়িয়া –ডিপো মালিকদের কাঁকড়া সংরক্ষণ ও প্যাকেজিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ।

জেলার গ্রামীণ কৃষিজীবি পরিবারের ১৮ শাতংশ ট্রলার বা নৌকায় করে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। আহরিত মাছ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ হয় এবং বিদেশেও রপ্তানী করা হয়। এখানে উপৎপাদিত গলদা ও বাগদা চিংড়ী দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানী হতো। সম্প্রতি চিংড়ীতে হোয়াইট ডিসিস ভাইরাস আক্রান্তের ফলে বিদেশে চিংড়ী রপ্তানী বন্দ হয়ে যায়। সংকটে পড়েন উপকূলীয় চাষী ও জেলেরা। চাষীদের এমন দুর্দিনে কোস্ট ট্রাস্ট কাঁকড়া চাষ সম্প্রসারণে চাষীদের প্রশিক্ষিত করে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। পোকখালী ঘোমাতলীর এনায়েত উল্যাহ সোহাগ একজন চিংড়ি চাষী। চিংড়ীর উৎপাদন ও দর পতনের পর হতাশ হয়ে পড়েন। ২০১৮ সালের জুন মাসে

ঘোমাতলি wbR KvKov i Lvgv‡i এনয়েতউল্লাহ সোহাগ।

প্রকল্পের সাথে যুক্ত হন। প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহন করে ৩৩ শতাংশ জমির উপর ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে গড়ে তুলেন কঁকড়া মোটাতাজাকরণ খামার। পর পর দু চালানে ১৪০ কেজি কাঁকড়া ঘেরে ছাড়েন, মোট ৫৬ হাজার টাকা খরচ করে ১৫ দিনে কাঁকড়া বিক্রি করেন ৮৪ হাজার টাকা। খরচ বাদে নীট লাভ করেন ২৮ হাজার টাকা। ওবায়দুর বলেন, বছরে ৯ মাস কাঁকড়া চাষ সম্ভব। ভবিষ্যতে তিনি চাষ আরও সম্প্রসারণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। জেলায় এ পর্যন্ত মোট ২৩ টি মোটাতাজা খামার গড়ে উঠেছে।

অক্টোবর ২০১৯ মাসের কার্যবিবরণী	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জন
আধুনিক কলাকৌশল বিষয়ক দক্ষথা উন্নয় প্রশিক্ষণ	৮টি	৭টি
মা কাঁকড়ার খামার স্থাপন	০১ টি	০১ টি
ইস্যু ভিত্তিক সভা	০১টি	০১টি
হ্যাচারীতে ক্রাবলেট উৎপাদন	২০০০০টি	৯৮৬২ টি
সংবাদ সম্মেলন	১ টি	১ টি
উৎপাদিত ক্রাবলেট অবমুক্ত করন	১ টি	১ টি

**m¤úv`Kxq:** D‡`¨v³v K_v 17 Zg msL¨v cKv‡k hvi v †jLv cwV‡q Ges Ab¨vb¨ fv‡e mn‡hwMZv K‡i‡Qb mevB‡K AvšÍwiK ab¨ev`|